হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র যুগে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনের লক্ষ্যে প্রেরিত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের প্রমুখ বর্ণনা

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

১৩ মে ২০২২

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র যুগে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দমনের লক্ষ্যে প্রেরিত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের বুতাহ্ অঞ্চলে মালেক বিন নুওয়াইরার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার বিস্তারিত বিবরণ হুযুর তুলে ধরেন।

মালেক বিন নুওয়াইরা বনু তামিম গোত্রের শাখা বনু ইয়ারবু'র সদস্য ছিল। সে ৯ম হিজরীতে নিজ গোত্রের সাথে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল; মহানবী (সাঃ) তার ওপর নিজ গোত্রের যাকাত আদায় করার দায়িত্ব অর্পন করেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ)এর মৃত্যুতে আরবে যখন মুরতাদ হওয়ার হিড়িক পড়ে যায় তখন সেও মুরতাদ হয়ে যায়। মহানবী (সাঃ)এর মৃত্যুতে সে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠে। সে তাদের গোত্রের সেসব মুসলমান লোকদেরকেও হত্যা করেছিল যারা যাকাত আদায় করা এবং তা মদীনায় প্রেরণ করাকে আবশ্যক জ্ঞান করতেন। সেইসঙ্গে সে নবুওতের মিথ্যা দাবীকারক সশস্ত্র বিদ্রোহী সাজাহ্ বিনতে হারেসের দলেও যোগ দেয়, যে অনেক বড় একটি সৈন্যদল নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে চেয়েছিল।

আরবীয় খ্রীষ্টানদের মাঝে বড়মাপের শিক্ষিতা ও বিশিষ্ট নারী সাজাহ; উম্মে সাদের বিনতে হারেস বনু তামীম গোত্রের সদস্যা এবং বিদ্রোহী নবুওত দাবীকারক গোত্রের নেত্রী ছিল। সেই ইরাক থেকে এই উদ্দেশ্যে এসেছিল যে; তার নিজের বৃহৎ সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে বনু তামীমে পৌঁছে যাবে ও সেখানে তার নবুওত দাবী করে উপস্থিত সকলকে তার ওপর ঈমান আনার ঘোষণা করবে। এভাবেই সমস্ত গোত্ররা নির্দিদ্ধায় তার সঙ্গ দেবে। এর ফলে উয়াযনার অনুরূপ বনু তামীম গোত্রও তার ব্যাপারে একথা বলতে শুরু করবে যে; বনু ইয়ারবু'র নবী কুরাঈশী নবীর চাইতে বেশী ভাল। কেননা মুহাম্মদ (সাঃ)এর মৃত্যু হয়ে গেছে আর সাজাহ্ জীবিত রয়েছে।

সাজাহ্ নিজ সৈন্যবাহিনী সহ বনু ইয়ারবু পর্যন্ত উপস্থিত হয়ে থেমে যায়; গোত্র সর্দার মালেক বিন নুওয়াইরাকে ডেকে তার সহিত সন্ধির প্রস্তাব রাখে ও আলোচনা সাপেক্ষে মদীনা আক্রমণ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষে তাকে আমন্ত্রন জানায়। মালেক তার সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ করে; কিন্তু মদীনায় আক্রমণ করার সিদ্ধান্তে বাধা প্রদান করে এবং পরামর্শ দেয় যে, মদীনায় আবুবকরের সৈন্যবাহিনীর সহিত সংঘর্ষ করার চাইতে উত্তম হবে যদি তার পূর্বে নিজ গোত্রের আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ দমনের নিমিত্তে বিরোধী আনসারদেরকে দমন করা হয়।

মালেকের পরামর্শ ছাড়াও সাজাহ্ বনু ইয়ারবু'র অন্যান্য নেতাদেরকেও একজোট হওয়ার প্রস্তাব দেয়; কিন্তু ওয়াকী' ছাড়া আর কেউ তার ডাকে সাড়া দেয়নি। এমতাবস্থায় সাজাহ্; নিজ সৈন্যসামন্ত সহ মালেক ও ওয়াকী' কে সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়; এবং উভয়পক্ষের অসংখ্য মানুষ এ যুদ্ধে নিহত হয় এবং স্বগোত্রীয়রা একে অপরকে বন্দী করে। কিছুকাল পরেই মালেক ও ওয়াকী' বুঝতে পারে যে, তারা এ নারীর কথা শুনে প্রচণ্ড ভুল

করেছে; সুতরাং তারা একে অপর নেতাদের সহিত আলোচনায় বসে সন্ধি করে নেয় এবং একে অপর দলের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়।

সাজাহ্ যখন দেখল যে এখানে তার স্বার্থোদ্ধার হবে না, তখন নিজ বাহিনী নিয়ে মদীনভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে নিবাজ পৌঁছলে আওস বিন খুযায়মা'র সহিত তার লড়াই হয় এবং সাজাহ্ পরাজিত হয়। আওস তাকে এই শর্তে ছেড়ে দেন যে, ভবিষ্যতে সে ভূল করে হলেও মদীনার দিকে পা বাড়াবে না।

মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অকৃতকার্য হয়ে সাজাহ্-র বাহিনী-সর্দারদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে; ফলে তারা সাজাহ্কে পরবর্তী কী করণীয় তা জিঙ্গেস করে। সাজাহ্ তাদেরকে ছন্দবদ্ধ পঙক্তি আবৃত্তি করে বলে যে, যদিও তারা মদিনা যাত্রায় সফলতা প্রাপ্ত হয় নি; তথাপি চিন্তার কোন কারন নেই; অতঃপর তার সৈন্যবাহিনীকে ইয়ামামা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দান করে। সুতরাং তারা যখন ইয়ামামায় পৌঁছে তো মুসায়লামা কায্যাব চিন্তায় পড়ে যায় যে, এদের সঙ্গ দিয়ে লড়াই করতে গেলে তার নিজস্ব শক্তি ও প্রতিপত্তি দূর্বল হয়ে যাবে ও ইসলামী সৈন্যবাহিনী তার ওপরে আক্রমণ করে বসবে; তাছাড়া পারিপার্শ্বিক গোত্রগুলিও তার সঙ্গ দেবে না। এসব ভাবনা চিন্তা করার পরে সে সাজাহ্-এর সহিত আলোচনা করার কথা চিন্তা করে। প্রথমে সে সাজাহ্কে উপঢৌকন প্রেরণ করে ও তার সহিত দেখা করার প্রস্তাব দেয়। সাজাহ্ মুসায়লামাকে তার সহিত দেখা করার অনুমতি দেয়।

মুসায়লামা বনু খফিফার চল্লিশজন সাথী নিয়ে সাজাহ্র সহিত দেখা করে, তার সহিত গুপ্ত আলোচনা হয়। সাজাহ্কে সম্পূর্ণভাবে নিজের আওতাধীন করার উদ্দেশ্যে সে সাজাহ্কে বলে যে, তাদের দুই জনের নবুওতকে একত্রিত করার নিমিত্তে তারা যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়; তাহলে উত্তম হবে। সাজাহ্ মুসায়লামার এ পরামর্শ গ্রহণ করে তাকে বিবাহ করে নেয়। তিন দিন সেই ক্যাম্পে থাকার পর নিজ সৈন্যবাহিনীর সমীপে গিয়ে একথা বলে যে; সে মুসায়লামার পরামর্শ নিজের স্বার্থে পেয়েছে; এজন্যই তাকে বিবাহ করে নিয়েছে।

লোকেরা তাকে জিঙ্গেস করে যে; এ বিয়েতে কোন মোহর ধার্য হয়েছে কিনা? সে বলে যে এ বিয়েতে তো কোন মোহর ধার্য হয় নি! সুতরাং তাকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, আপনি সেখানে ফিরে যান ও মোহর ধার্য করে করে ফিরে আসুন। কেননা আপনার মত বিশিষ্ট ও মহিয়শী মহিলার বিয়েতে মোহর ধার্য না হওয়া শোভা দেয় না। সুতরাং সে মুসায়লামার নিকটে ফিরে গিয়ে তার আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত করে। মুসায়লামা তার আগমনে এশা ও ফজরের নামায সংক্ষিপ্ত করে তথা পরিসমাপ্তি করে। অতঃপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এরূপ হয় যে; ইয়ামামার কৃষি হতে উৎপন্ন ফসলের আমদানির অর্দ্ধাংশ মোহরানা হিসাবে সাজাহ্কে দেওয়া হবে। এর পরে সাজাহ্ রীতি-অনুযায়ী বনু-তাগলিবে বসবাস শুরু করে; পরবর্তীতে সে তার ভূল অনুধাবন করে এবং তৌবা করে ইসলাম গ্রহণ করে। এমনকি হযরত আমীর মাবিয়া দুর্ভিক্ষের বছরে তাকে স্ব-গোত্র বনু-তামিমে পাঠিয়ে দেয়া হয়; যেখানে সে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত মুসলমান হিসাবে বসবাস করে।

হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত খালেদ বিন ওলিদ (রাঃ)কে এ নির্দেশ প্রদান করেন যে; তুলাইহা আসাদির বিষয়ের নিস্পত্তিপূর্বক তিনি যেন মালিক বিন নুয়াইরার সহিত মোকাবেলা করার জন্য অগ্রসর হন; যে বুতাহ্ নামক স্থানে অবস্থান করেছে। অতঃপর তিনি (রাঃ) যখন নির্দেশ অনুযায়ী বুতাহ্ আসেন তো সেখানে কাউকেই দেখতে পাননি। পরিশেষে তিনি মালিকের খোঁজে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপ তৈরী করে আশে পাশে প্রেরণ করেন; এবং নিদের্শ দেন যে, তাকে পাওয়া গেলে যেন প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়, যদি সে এর সকারাত্মক সাড়া না দেয়; তাহলে তাকে যেন বন্দী করা হয়; যদি তা না হয় তাকে যেন বধ করা হয়। সেসমস্ত দলগুলির মধ্যে একটি দল মালিক বিন নুওয়াইরার সন্ধান পান; যারা বনু শা'লবা বিন ইয়ারবু'র কিছু সদস্যের সহিত অবস্থান করছিল; তাদের সকলের সহিত মালিককে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়।

মালিক বিন নুয়াইরার বিষয়ে দুই ধরনের বিবরণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

একটি বর্ণনা অনুযায়ী, সেই রাত্রিতে ভীষণ ঠাণ্ডা ছিল; যখন ঠাণ্ডা আরো ভীষণভাবে বাড়তে থাকে; তো হযরত খালিদ (রাঃ) একথার প্রচার করেন যে; **"আদফিউ আসারাকুম"** অর্থাৎ ঃ নিজ সেনাবাহিনীকে উত্তপ্ত কর। কিন্তু বনু কিনানার স্থানীয় বাগধারা অনুযায়ী এ শব্দের অর্থ এরূপ ছিল যে; **বধ কর**।

সেনাদল ঐ শব্দের স্থানীয় বাগধারা অনুযায়ী অর্থ মনে করে, এবং শত্রুদলের সকলকে হত্যা করে ফেলে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ) যখন শোরগোল শুনে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসেন; ততক্ষণে সমস্ত বন্দীদেরকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে; আর কী হবে। তিনি বলেন; আল্লাহ্তাআলার ইচ্ছায় যা হওয়ার তা তো হয়েছে।

অপর আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে; হযরত খালিদ (রাঃ) মালিক বিন নুওয়াইরা কে নিজের কাছে ডেকে আনেন। সাজাহ্-র সঙ্গ দেওয়া তথা যাকাত আটকানোর মত গর্হিত কাজ করার জন্য তাকে সতর্ক করেন; এবং তাকে বলেন যে, তুমি কি জান না যে, যাকাত নামাযের সাথী? উত্তরে সে বলে যে, তোমাদের সাহেব ঐ একই ধারণা পোষণ করত। অর্থাৎ সে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পরিবর্তে সাহেব বলে সম্বোধন করে। এ কথায় হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন; তিনি কি শুধুমাত্র আমাদের সাহেব, তোমার সাহেব নন? অতঃপর তিনি (রাঃ) হযরত যারার (রাঃ)কে তার মুণ্ডুচ্ছেদ করার আদেশ দেন।

ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী; এ বিষয়ে আবু কাতাদা (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)'র সহিত আলোচনা করেন এবং এ কারনে দুজনের মাঝে তর্কাতর্কি হয়ে যায় তথা আবু কাতাদা (রাঃ), হযরত খালেদ (রাঃ)'র বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নিকটে ফিরে যান, সেখানে গিয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)কে অভিযোগ করেন যে, খালেদ (রাঃ) মালিক বিন নুয়াইরাকে হত্যা করেছেন; যেখানে সে মুসলমান ছিল। আবু কাতাদা (রাঃ) মুসলিম সেনা-প্রধানের অনুমতি ব্যতীত বাহিনী-সঙ্গ পরিত্যাগ করে চলে আসাতে হযরত আবুবকর (রাঃ) ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন ও সেখানে ফিরে গিয়ে পূনরায় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আদেশ দেন। তাবারীর ইতিহাসে এর অতিরিক্ত এরূপ বর্ণিত রয়েছে যে; হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)এর নিকট নিবেদন করেন যে, খালেদ একজন মুসলমানের রক্তপাতের জন্য দায়ী; আর এ বিষয়টি যদি প্রমাণিত না-ও হয়, তথাপি যতটুকু প্রমাণিত হয়েছে; তার ভিত্তিতে তাঁকে বন্দি করা যেতে পারে। অর্থাৎ, হত্যা তো অবশ্যই হয়েছে। এ বিষয়ে হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত জোর প্রদান করেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) যেহেতু স্বীয় কর্মচারী ও সেনা কর্মকর্তাদেরকে কখনো বন্দি করতেন না, এজন্য তিনি বলেন, হে উমর! এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন কর। খালেদ বিন ওয়ালীদের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোথাও ভুল হয়েছে, কিন্তু তুমি তাঁর সম্পর্কে আদৌ কিছু বলো না। এর পরে হযরত আবুবকর (রাঃ) মালিকের রক্তপণ দিয়ে দেন। হযরত আবুবকর (রাঃ), খালেদ (রাঃ)কে পত্র মারফত ডেকে পাঠান। তিনি আসেন এবং উক্ত ঘটনার বিস্তারিত খুলে বলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

শারাহ মুসলিমে ঈমাম নুদি (রহঃ) বলেন যে হযরত আবুবকর (রাঃ)মালিক বিন নুয়াইরার বিষয়ে সম্পূর্ণ ও গভীরভাবে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ), হত্যার অপরাধ থেকে মুক্ত। তিনি (রাঃ)আইনী বিষয়ক জ্ঞানে, খলিফা হওয়ার প্রেক্ষিতে অন্যদের চাইতে বেশী বুঝতেন; তথা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং হযরত আবুবকর (রাঃ)'র ঈমান সকলের চাইতে ভারী ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ)'র সহিত ব্যবহারিক বিষয়ে তিনি রসুলে করীম (সাঃ)এর আজ্ঞাকারী ছিলেন।

হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)'র বিষয়ে আরেকটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই তিনি (রাঃ) তালাকপ্রাপ্ত মহিলা উম্মে তামিম লায়লা বিনতে মিনহালকে বিয়ে করেন আর ইদ্দত পার হওয়ারও অপেক্ষা করেন নি। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এ আপত্তির খণ্ডনে হযরত শাহ্

আব্দুল আযীয দেহ্লভীর দেয়া উত্তরের উল্লেখ করেন। তিনি লিখেন, মূলত উক্ত ঘটনাটিই মনগড়া, কেননা কোন নির্ভরযোগ্য ও প্রত্যয়িত গ্রন্থে এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। .... মালিক বিন নুয়ায়রা এই মহিলাকে অনেকদিন পূর্বেই তালাক দিয়ে দিয়েছিল। আর অজ্ঞতার যুগের (রীতির) অনুসরণে সে তাকে অকারণে বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল। অজ্ঞতার যুগের এই প্রথা দূর করার জন্যই পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ অর্থাৎ ঃ যখন তোমরা মহিলাদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়; তখন তাদের আটকে রেখ না (সূরা বাকারা ঃ ২৩৩)। কাজেই, এই মহিলার ইদ্দত অনেক আগেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এ বিয়েও বৈধ হয়ে গিয়েছিল। কেননা, সে (তাকে)তালাক দিয়ে নিজের বাড়িতে আটকে রেখেছিল।

হযরত খালেদ (রাঃ)'র ইয়ামামার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)কে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি যেন আসাদ ও গাতফান গোত্র এবং মালিক বিন নুয়ায়রা প্রমুখকে দমন করার পর ইয়ামামা অভিমুখে যাত্রা করেন আর এজন্য অত্যন্ত জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। শরীক বিন আবদার বর্ণনা থেকে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পরে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) খুৎবার শেষে বলেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাল্লাহ্ আগামীতে বর্ণিত হবে।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

[বিশেষ ঘোষণা]

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

আগামী ২৬ মে, ২০২২ বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাত্রি ৭ ঃ ৩০টা থেকে পূনরায় সত্যের সন্ধান অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। এই অনুষ্ঠানটি পূর্বের ন্যায় টানা চারদিন ব্যাপি সম্প্রচার করা হবে। এই অনুষ্ঠানটি ২৭ মে ২০২২ শুক্রবার, সন্ধ্যা ৫ঃ৩০ মিঃ হুযুর (আইঃ)এর জুম'আ খুৎবার পর রাত্রি ৮ টা থেকে শুরু হবে এবং ২৮ ও ২৯ মে ২০২২ যথারীতি রাত্রি ৭ঃ৩০ মিঃ হ'তে শুরু হবে। এই অনুষ্ঠানটি এম.টি.এর মাধ্যমে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা ব্যাপী সম্প্রচারিত হবে। আপনাদের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ, অনুষ্ঠানটি আপনারা নিজেরা দেখুন ও আপনাদের ভ্রাতা-ভগ্নী সহ অ-আহমদী আত্মীয় স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীদের দেখানোর ব্যবস্থা করুন।

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)
13 MAY 2022
DISTRIBUTED BY
Ahmadiyya Muslim Mission
Prepared by MANSURAL HAQUE
NAZIM ANSARULLAH, DISTRICT : BIRBHUM, W.B.

TO,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in